মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আকবর আলীকে গার্ড অব অনার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডলকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে গহরপুরে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুমের মরদেহে জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে মেহেরপুর সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মারুফ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এসময় সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল মরহুমের মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন মারুফ সালাম গ্রহণ করেন। এর আগে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে, যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এ সময় জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার ভোরে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আকবর আলী মন্ডল ইন্তেকাল করেন। আগের দিন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলী (৭৫) মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ঢোলমারী গ্রামের মৃত কুরন আলীর ছেলে।

তিনি বুধবার সন্ধ্যায় বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলার ঢোলমারী ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ জাতীয় পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানা তদন্ত অফিসার (ওসি) গৌতম কুমার এবং মুক্তিযোদ্ধারা মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করে। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে।

গার্ড অব অনার প্রদান শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে ঢোলমারী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলীর জানাজা নামাজে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, লুৎফর রহমান, আয়ুব হোসেন, নায়েক আলী, সাবদার আলীসহ অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় গণ্যমান্য

ব্যক্তিবর্গ।

গার্ড অব অনার কী মুড়ির মোয়া?

কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে এক দাতা নারীকে গার্লস ইন গাইড সদস্যদের দিয়ে গার্ড অব অনার প্রদান করায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রশিক্ষক মিজানুর রহমান। একই সঙ্গে বিতর্কের মুখে পড়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানও। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষক মিজানুর রহমানকে প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠান প্রধান দাবী করেন, এ অনুষ্ঠানের তার কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি বা তিনি কিছুই জানেন না। তবে অনুষ্ঠানে দেখা গেছে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ওই অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করেছেন।

শীতবস্ত্র বিতরণের মত একটি অনুষ্ঠানে বস্ত্রদাতা নারীকে গার্ড অব অনার প্রদানকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে সমালোচনার ঝড়। কেউ লিখেছেন, বিশেষ কোন অনুষ্ঠান ছাড়া গার্ড অব অনার প্রদান করা উচিত হয়নি। কেউ লিখেছেন কম্বলের নিচে গার্ড অব অনার বন্দি, কেউ লিখেছেন একজন বিতর্কিত নারীকে কেন গার্ড অব অনার প্রদান করা হলো। আর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি নেটিজেনরা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়াও মেহেরপুরের বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠকরা মেহেরপুর প্রতিদিনকেও তাদের সংক্ষুব্ধতার কথা জানান।

একটি ফেসবুক পেজে লাইভ ভিডিওতে দেখা গেছে, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অর্ধশত গার্লস ইন গাইডের মেয়ে ওই নারীকে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক থেকে অভিভাদন দিয়ে ক্যাম্পাসের ভিতরে নিয়ে আসছেন। পরে রাষ্ট্রিয় গার্ড অব অনারের মত করে তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন। পরে তিনি মেয়েদের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার হিসেবে সোয়েটার ও কম্বল বিতরণ করেন।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ আখতারুজ্জামান বলেন, প্রতিষ্ঠানের চুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষক

মিজানুর রহমান প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পরে আমাদের বিনা অনুমতিতে মেয়েদের দিয়ে একজন নারীকে গার্ড অব অনার প্রদান করেছেন। যা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এর সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন, তিনি যেহেতু মৌখিকভাবে চুক্তিভিত্তিক প্যারেড প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতেন। সে হিসেবে মৌখিকভাবে তাকে বিদ্যালয়ে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু এ ধরণের একটি কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন, যার কারণে এতে করে যদি আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্যারেডে আমাদের প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে নাও পারে, তাতেও তাকে আর প্রতিষ্ঠানে আসতে দেওয়া হবে না।

মেহেরপুর জেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান বলেন, স্কাউটসে এ ধরণের গার্ড অব অনার প্রদানের কোন বিধান নেই। তারপরও মিজানুর রহমান গার্লস গাইড মেয়েদের দিয়ে এ ধরণের কাজ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ পেলে জেলা প্রশাসক স্যারের সাথে আলাপ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ দাফন !

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার ছাড়া দাফন করা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদের মরদেহ।

আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শেখ সাঈদ আহমেদ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আগামীকাল বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন

বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ সাঈদ আহমেদের দাফনের পূর্বে গার্ড অব অনার পাওয়া উচিত ছিলো। গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশের একটি দলও সেখানে এসেছিলো। কিন্তু জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট না পাঠানোয় গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এ বিষয়ে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুরে ১১৮ জন মুক্তিযোদ্ধার ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। তার মধ্যে শেখ সাঈদও আছেন। কিন্তু তিনি এখনো বাতিল হননি। যেহেতু বাতিল করা হয়নি সে হিসেবে তাঁর গার্ড অব অনার প্রাপ্য ছিলো। জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এটা না করলে দায়ভার তাদের নিতে হবে।

সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার আবুল কাশেম বলেন, যাচাই বাছাই তালিকায় শেখ সাঈদ ‘গ’ তালিকায় ছিলেন। যেহেতু বাতিল করা হয়নি, সে হিসেবে তাকে গার্ড অব প্রদান করা উচিত ছিলো।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামে ভাতা স্থগিত তালিকার মধ্যে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা এলাহি বিশু মারা গিয়েছেন। তাকেও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনীর সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মুনতাজ আলী।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ না আসায় পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ অপক্ষোয় থেকে পরে গার্ড অব অনার প্রদান না করে চলে এসেছে।

তবে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পৃথকভাবে একাধিক ফোন করলেও তাঁরা ফোন রিসিভ করেননি।
জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদ (৬৫) অসুস্থ জনিত কারণে বুধবার ভোরে শহরের স্টেডিয়াম পাড়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্জ, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

শেখ সাঈদ আহমেদের স্ত্রী রোমানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা।